[বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য তথ্য ও কিছু বিবৃতিতে সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য]

তিব্বতের পথে হিমালয়ে ঃ স্বামী অখণ্ডানন্দ

যাত্রা ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৭।

পাহাড়ীদের হিসেবে হরিদ্বার থেকে কেদার ও বদ্রীনাথ……১২০ ক্রোশ। [ইংরেজী প্রায় দেড় মাইল পাহাড়ী এক ক্রোশ হয়।] যমুনোত্রীর পথে শেষগ্রাম খরশালী। 'যমুনোত্রীর তপ্ত কুণ্ডে আমরা ডাল, ভাত, রুটি সিদ্ধ করিয়া খাইলাম।'

গঙ্গোত্রীর পথে ধরালী শেষ প্রান্তস্থ গ্রাম। এখান থেকে গঙ্গোত্রী প্রায় ১২ ক্রোশ। এখান থেকে গোমুখী প্রায় ১২ ক্রোশ হবে।

কেদারনাথের পথে গৌরীকুণ্ডই শেষ প্রান্তবর্তী স্থান। এখান থেকে কেদারনাথের মন্দির প্রায় ছয় ক্রোশ ওপরে।

মানস সরোবর তিব্বতের উচ্চ মালভূমিতে তুষারগলা জলের একটি বৃহৎ স্বচ্ছ সুন্দর সরোবর। পরিধি প্রায় ৫০ মাইল, চারপাশে ৮টি বৌদ্ধ মঠ।

হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর ঃ প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

যাত্রা ঃ ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫।

গারবিয়াং…সমুদ্রতল হিসেবে ১০,০০০ ফিটের ওপর। [এখানকার বায়ু যত তরল তত রুক্ষ।] তিব্বতের পৌরাণিক নাম…কিম্পুরুষ বর্ষ।

রাবণ হ্রদের তিব্বতী নাম লাং-চো বা লা-গাং— ভোটিয়ারা একে রাক্ষস-তাল বলে। জলের কাছে যাওয়ার উপায় নেই, চারদিকেই চোরাবালি। রাবণ হ্রদ সমুদ্রতল থেকে ১৪,৮৫০ ফিট উঁচু।

কৈলাসের উচ্চতম শৃঙ্গটি দেখতে প্রায় অর্ধ ডিম্বাকৃতি। সমুদ্রতল থেকে এর উচ্চতা…২২,৫০০ ফিট।

মানস সরোবর···হ্রদটির পরিধি কেউ বলে পঞ্চাশ, কারও মতে আশী আবার অন্য মতে একশ' মাইল। নীলাভ মানস সরোবরের চারদিকেই বালির স্তূপ। সরোবরের চারদিকে উচ্চ পর্বতগাত্রে কয়েকটি মঠ আছে। কিংবদন্তী আছে যে, অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা তিথিতে এক রাত্রির মধ্যে এই সরোবরের জল তুষারপাতে জমে এক খণ্ড হয়ে যায় এবং ফাল্গুন-পূর্ণিমার রাত্রে আবার এক রাত্রিতেই গলে যায়।

কেদার বদরী ঃ জ্যোতিষচন্দ্র রায়

যাত্রা ঃ ১৯৫২।

হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ···১৪ মাইল। রুদ্র প্রয়াগ থেকে কেদার···৪৮ মাইল। চামোলি থেকে বদরীনাথ···৪৮ মাইল। [চামোলি থেকে হাঁটা পথ শুরু।] রুদ্র প্রয়াগের উচ্চতা···২,০০০ ফিট। বদরীনাথের উচ্চতা···১০,৫০০ ফিট। কেদারনাথের উচ্চতা···১১,৭৫০ ফিট। উখী মঠের উচ্চতা···৪,০০০ ফিট। তুঙ্গনাথের উচ্চতা···প্রায় ১৩,০০০ ফিট।

নীল দুর্গম ঃ শংকু মহারাজ

যাত্রা ঃ ১৯৬২।

বদ্রীনাথের উচ্চতা···১০,২৫০ ফিট। নীলকণ্ঠের উচ্চতা···২১···৬৪০ ফিট। চৌখাম্বার উচ্চতা...২৩,৪২০ ফিট। চামোলির উচ্চতা ··· ৩,৫০০ ফিট। কর্ণ প্রয়াগের উচ্চতা...২,৬০০ ফিট। নন্দাঘুন্টির উচ্চতা ··· ২০,৭০০ ফিট।

পঞ্চ প্রয়াগ ঃ শংকু মহারাজ

প্রকাশকাল ঃ ১৩৭১।

চৌখাম্বার উচ্চতা···২৩,৪২০ ফিট। বদরীনাথের উচ্চতা··· ১০,২২৪ ফিট। নীলকণ্ঠের উচ্চতা ··· ২১,৬৪০ ফিট।

হিমালয়ের পথে পথে ঃ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় মুদ্রণ ঃ আষাঢ়, ১৩৭২।

পিপুল কুঠি থেকে বদরীনাথ ··· ৩৭ মাইল। [পিপুল কুঠি থেকে হাঁটা-পথ।] যোশীমঠের উচ্চতা ··· ৬,০০০ ফিট। গোবিন্দ ঘাটের উচ্চতা ··· ৬,০০০

ফিট। হেমকুণ্ডের উচ্চতা ··· ১৪,২৫০ ফিট। হেমকুণ্ড থেকে Valley of flowers ··· ৯ মাইল/৩ ফার্লং, উচ্চতা ··· ১৩,০০০ ফিট। নীলকণ্ঠের উচ্চতা ··· ২১,৬৪০ ফিট। মানস হ্রদের বিস্তৃতি ··· ২০০ বর্গ মাইল। বদরীনাথের উচ্চতা ··· ১০,১৩৯ ফিট।

শ্রীবদরী-কেদার যাত্রা ঃ হরভজন সিং এণ্ড সন্স, হরিদ্বার

কেদারনাথের উচ্চতা ··· ১১,৬৫৩ ফিট। রুদ্রপ্রয়াগের উচ্চতা ··· ১,০০০ ফিট। দেবপ্রয়াগের উচ্চতা ··· ১৭০০ ফিট। তুঙ্গনাথের উচ্চতা ··· ১২,০৭২ ফিট। গঙ্গোত্রী থেকে কেদারনাথ ··· ১২১ মাইল। চামোলি থেকে বদরীনাথ ···৪৮ মাইল। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গার ধারে ধারে চলে ১৮ মাইল দূরে গোমুখ।

মানস গঙ্গার পথে ঃ পরেশ ভট্টাচার্য

প্রকাশকাল ঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২।

কেদার ধামের উচ্চতা···১১,৭৫০ ফিট। বদরীনাথের উচ্চতা···১৩,৭০০ ফিট। [কুণ্ডচটি থেকে পায়ে হাঁটা পথ শুরু।] রামওয়াড়া থেকে কেদারের দূরত্ব ··· ৪ মাইল।

পথের মহাপ্রস্থান ঃ বিকর্ণ

প্রকাশকাল ঃ শ্রাবণ, ১৩৭২।

দেব প্রয়াগের উচ্চতা···১,৫০০ ফিট। রুদ্র প্রয়াগের উচ্চতা ··· ২,০০০ ফিট। বদরীনাথের উচ্চতা ··· ১০,২৪৪ ফিট। কেদারনাথের উচ্চতা ··· ১২,৭৫০ ফিট। উখী মঠের উচ্চতা ··· ৪,৩০০ ফিট।

বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা ঃ শংকু মহারাজ

প্রকাশ কাল ঃ শ্রাবণ, ১৩৬৮।

যমুনোত্রীর উচ্চতা ··· ১১,০০০ ফিট। গঙ্গোত্রীর উচ্চতা ··· ১০,০২০ ফিট। গোমুখীর উচ্চতা ··· ১২,৭৭০ ফিট। [ধরাসু থেকে পদযাত্রা শুরু।] গঙ্গোত্রী থেকে চীরবাসা ··· ৯ মাইল ; চীরবাসা থেকে গোমুখ ··· ৯ মাইল।

একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ঃ দেবপ্রসাদ দাসগুপ্ত

প্রকাশ কাল ঃ ১৩৭৩-৭৪।

১ম পর্ব ঃ গঙ্গোত্রী জনপদের উচ্চতা ··· ১০,৩১৯ ফিট। গোমুখের উচ্চতা ··· ১৩,৭৭০ ফিট। [ধরাসু থেকে পদযাত্রা সুরু।] ভৈরব ঘাটি থেকে গঙ্গোত্রী ··· ৬ মাইল।

২য় পর্ব ঃ কেদার ধামের উচ্চতা ··· ১১,৭৫০ ফিট। বদ্রীনাথের উচ্চতা ··· ১০,২৮৫ ফিট। উখী মঠের উচ্চতা ··· ৪,৩০০ ফিট। [কুণ্ড চটিতে বাস পথ শেষ।] যোশী মঠের উচ্চতা ··· ৬,১৫০ ফিট।

গঙ্গাপথে গঙ্গোত্রী ঃ প্রবোধকুমার সান্যাল

প্রকাশ কাল ঃ ১৩৭৬।

গঙ্গোত্রীর উচ্চতা ··· ১০,০০০ ফিটের সামান্য বেশী। উত্তর কাশীর উচ্চতা ··· ৩,৮০০ ফিট। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ ··· ১৩ মাইল।

উত্তরা খণ্ডের পথে ঃ উত্তর পথিক

প্রকাশ কাল ঃ শ্রাবণ, ১৩৬৮।

ঋষিকেশের আরেক নাম কুব্জাম্রক ক্ষেত্র। মহাতপা রোভ্য মুনিকে ভগবান এখানে আম্র বৃক্ষের তলায় কুব্জরূপে দেখা দিয়েছিলেন। [হাঁটা পথ (বোধ হয় জুন, ১৯৬৫) সুরু হয়েছিল ডিণ্ডিলগাঁও থেকে।] যমুনোত্রীর উচ্চতা ··· ১০,০০০ ফিট। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ ··· ১৮ মাইল। গোমুখ থেকে তপোবন — সাড়ে চার মাইল।

পুণ্যতীর্থ ভারত ঃ স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

ভ্রমণ কাল ঃ ১৩৪৮।

কাশ্মীর থেকে আলমোড়া পর্যন্ত পর্বত শ্রেণীকেই উত্তরাখণ্ড বলা হয়ে থাকে। গার্বিয়াং-এর উচ্চতা ··· প্রায় ১০,০০০ ফিট। মানস সরোবরের জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও খুব স্বচ্ছ। পাঁচ হাত জলের নীচেও পাথর দেখা যায়। অনেকে পরিক্রমা করে থাকেন। প্রায় পঁচাত্তর মাইল। চারদিকে আটটি গুম্ফা আছে।

মহামুনি রৈভ্যকে যে স্থানে নারায়ণ আম্রবৃক্ষে কুব্জরূপ ধারণ করে দর্শন দিয়েছিলেন, সেই স্থানের নাম হল 'কুব্জাম্রক ক্ষেত্র'। তা-ই হৃষিকেশ।

কেদার ধামের উচ্চতা ··· প্রায় ১২,০০০ ফিট। যোশীমঠের উচ্চতা ··· প্রায় ৬,০০০ ফিট। ভৈরব ঘাটি থেকে গঙ্গোত্রী ··· ছয় মাইল।

১২,৪০০ ফিট উঁচু ওয়াবজানে খুব হাওয়া চলে বলে একে ওয়াবজান বা বায়ুজান বলে।

পঞ্চ তরণী ঃ এখানে নদী পাঁচ ধারায় বইছে বলে এর নাম পঞ্চ তরণী।

রম্যাণি বীক্ষ্য (কাশ্মীর পর্ব) ঃ সুবোধকুমার চক্রবর্তী

প্রকাশকাল ঃ ভাদ্র, ১৩৭২।

শেষনাগ থেকে বায়ুজান দেড় মাইল। কেউ বলে বায়ু ব্যজন, কেউ বলে ওয়াবজান, ঘোড়াওয়ালারা বলে ভাওজান। একে একে পাঁচটি নদীর বালি ও জল পেরিয়ে পঞ্চ তরণীর প্রশস্ত মাঠে পৌঁছুতে হয়।

অমরনাথের উচ্চতা ··· ১৩,০০০ ফিট। বানিহালের উচ্চতা ··· ৭,২৫০ ফিট। ব্যানিহাল টানেল ··· দেড় মাইল লম্বা।

কল্‌হনের দেশে ঃ ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

প্রকাশ কাল ঃ শ্রাবণ, ১৩৭৩।

অমরনাথের পথে সর্বোচ্চ শিখর বায়ু যান। বায়ু যানের ভয়াবহতা আরোহণে, শৈত্যে আর বায়ুর প্রকোপে।

পঞ্চ তরণীতে পাঁচটি নদীর ধারা মিশেছে। পঞ্চ তরণীর নদীশয্যা উপল বিস্তৃত।

[পথ শ্রান্ত এক গুজর বালক রাত্রিকালে সামনের পাহাড় থেকে দেখতে পায় বিরাট গুহার মুখ আর তার মধ্যে জলন্ত এক প্রভা। দুরন্ত শীত আর শিলা বৃষ্টির ভেতর এক পাল মেষ নিয়ে সে অমর গঙ্গা পেরিয়ে এই গুহায় উঠল। পরদিন প্রভাতে সকলে দেবতার স্থানে এই বালককে দেখতে পায়। তারা প্রচার করল এই দেবতার কথা। 'যতদিন গুজর, যতদিন এই পথ, ততদিন তোমার পূজা।' আজও গুজররা, যদিও ইতিমধ্যে ইসলামে ধর্মান্তরিত, এই তীর্থে মাথা নোয়ায়। এখনও অমরনাথের প্রণামীর মোটা ভাগ পায় গুজর সর্দার।]

ভূস্বর্গ কাশ্মীর ঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

প্রকাশকাল ঃ আষাঢ়, ১৩৭৪।

কাশ্মীর···সমুদ্রতল থেকে পাঁচ হাজার ফিট উঁচুতে এর মত এত বড় ও বিচিত্র উপত্যকা পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

বানিহাল···সমুদ্রতল থেকে প্রায় ৬,০০০ ফিট উঁচু। [১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে প্রায় দেড় মাইল লম্বা জওহর টানেল যাত্রীদের কষ্ট লাঘব করছে।]

[হিমালয়ের বিস্ময় উলার হ্রদ। প্রায় ১৩ বর্গ মাইল বিস্তৃত এই বিরাট হ্রদটি সমুদ্রতল থেকে ৫,০০০ ফিট উঁচুতে. এর পরিধি প্রায় ৩০ মাইল।]

শ্রীনগর থেকে পহল গাঁও ··· ৬০ মাইল। চন্দন বাড়ীর উচ্চতা ··· ১১,০০০ ফিট।

রহস্যময় রূপকুণ্ড ঃ বীরেন্দ্রনাথ সরকার

যাত্রাকাল ঃ ১৯৬০।

কুমায়ুন হিমালয়ের প্রবেশ দ্বার কাঠ গোদামের উচ্চতা ··· ১.৬০০ ফিট। ভাওয়ালীর উচ্চতা ··· ৫,৭০০ ফিট। রূপকুণ্ডের উচ্চতা ··· ১৬,০০০ ফিট। [আলমোড়ার পৌরাণিক নাম কূর্মাচল।] আলমোড়ার উচ্চতা ··· ৫.৪৯৪ ফিট। [পিণ্ডারী হিমবাহের দৈর্ঘ দু'মাইল, প্রস্থ ৩০০ থেকে ৪০০ ফিট, উচ্চতা তেরো থেকে চৌদ্দ হাজার ফিট।] পাথরনাচুনির উচ্চতা ··· ১৩,৫০০ ফিট। কৈলু বিনায়কের উচ্চতা ··· ১৪,০০০ ফিট।

মণিমহেশ ঃ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যাত্রা ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২।

ভারমোরের প্রাচীন নাম ব্রহ্মাণীপুর থেকে ব্রহ্মপুর > ভারমোর। সিমলা থেকে মুসৌরী হাঁটাপথে ··· ১৫১ মাইল। মণিমহেশ হ্রদ প্রায় ১৪,০০০ ফিট উঁচুতে, মাইল খানেক পরিধি। চারপাশে বরফের পাহাড়। [গৌরীকুণ্ডে মণিমহেশ তীর্থযাত্রীর স্নান করা বিধি।]

উত্তরস্যাং দিশি ঃ শংকু মহারাজ

প্রকাশকাল ঃ শ্রাবণ, ১৩৭৫।

কৈলু বিনায়কের উচ্চতা ··· ১৪,১১৭ ফিট। মণিমহেশের উচ্চতা ··· ১৩,৫০০ ফিট। কৈলাসের উচ্চতা ... ২২,০২৮ ফিট। [গৌরীকুণ্ডের পবিত্র জলে স্নান করে পবিত্র দেহে পৌঁছুতে হয় মণিমহেশের কাছে।]

লীলাভূমি লাহুল ঃ শংকু মহারাজ

প্রকাশকাল ঃ নববর্ষ, ১৩৭৮।

বৃপকুণ্ডের উচ্চতা ··· ১৬,৩০০ ফিট। মণিমহেশের উচ্চতা ··· ১৩,৫০০ ফিট। মানালী থেকে রাহালা ··· ৯ মাইল। [রোতাং একটি তিব্বতী শব্দ ; অর্থ, মৃত দেহের স্তূপ। রোতাং গিরিবর্ত্মই লাহুলের প্রধান প্রবেশ তোরণ।]

নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টি ঃ গৌরকিশোর ঘোষ

প্রকাশকাল ঃ এপ্রিল, ১৯৬২।

নন্দাদেবীর উচ্চতা ··· ২৫,৬৪৫ ফুট। নন্দাঘুণ্টির উচ্চতা ··· ২০,৭০০ ফুট। ত্রিশূলের উচ্চতা ··· ২৩,৩৬০ ফিট (পৃঃ ৯), ২৩,৩৬৫ ফিট (পৃঃ ২১)।

রূপতীর্থ রূপকুণ্ড-হোমকুণ্ড ঃ দীপককুমার সরকার

যাত্রা ঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০।

কুমায়ুন হিমালয়ের প্রবেশদ্বার কাঠগোদাম ··· ১,৬০০ ফিট। ভাওয়ালীর উচ্চতা ··· ৫,৬০০ ফিট। আলমোড়ার উচ্চতা ··· ৫,৪৯৪ ফিট। আলমোড়ার পৌরাণিক নাম- কূর্মাচল। নন্দাকোট ও নন্দাখাতের মধ্যে অবস্থিত পিণ্ডারী হিমবাহ। দৈর্ঘ্যে প্রায় দু'মাইল। প্রস্থে তিনশো থেকে চারশো ফিট। উচ্চতায় ১৩,০০০ থেকে ১৪,০০০ ফিট। গোয়ালদাম বাসপথের প্রান্তসীমা। পাতরনাচুনি ······ ১৩,০০০ ফিট। গাড়োয়ালী ভাষায় 'পাতর' কথার অর্থ। বারাঙ্গনা। কৈলুবিনায়কের উচ্চতা ··· ১৪,০০০ ফিট। বৃপকুণ্ডর উচ্চতা ··· ১৬,৩০০ ফিট। হোমকুণ্ড ··· ১৩,২০০ ফিট। শৈলসমুদ্র ··· ১৪,৫০০ ফিট।

হিমালয়ের তীর্থ পথে ঃ শ্রীআশুতোষ ঘোষ

যাত্রাকাল ঃ ১৯৬৮, ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৭২।

[সাধারণতঃ ১২/১৩ হাজার ফিট উঁচু থেকে শুরু করে ১৫/১৬ হাজার ফিটের মধ্যে ব্রহ্মকমল ফুল দেখা যায়। এর পাতা অনেকটা আনারসের পাতার মত দেখতে।]

যমুনোত্রীর উচ্চতা ··· ১০,০০০ ফিট। উত্তর কাশীর উচ্চতা ··· ৩,৮০০ ফিট। এর পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে অসী গঙ্গা, দক্ষিণে বরুণা নদী।

গঙ্গোত্রীর উচ্চতা ··· ৯,৯৫০ ফিট। চীর বাসার উচ্চতা ··· ১১,৮৩০ ফিট। ভুজ বাসার উচ্চতা ··· ১২,৪৪০ ফিট। এখান থেকে গোমুখ ··· ২ মাইল। [ভৈরব ঘাটি থেকে গঙ্গোত্রী একখানি বাসই যাতায়াত করে দিনে অন্ততঃ চারবার।]

চন্দন বাড়ীর উচ্চতা ··· ৯,৫০০ ফিট। [পঞ্চ তরণীতে পাঁচটি নদীর ধারা এক হয়ে মিশেছে, শ্রাবণী পূর্ণিমায় অমরনাথ দর্শনার্থীদের শেষ শিবির পঞ্চ তরণী।] বায়ুজান বা ওয়াবজান ··· ১২,০০০ ফিটেরও অধিক উচ্চতা হেতু ও চতুষ্পার্শ্বে কোন পর্বতাদির অন্তরাল না থাকায় এখানে বায়ু প্রবাহ অত্যন্ত বেগবান্; এ জন্য এর নাম বায়ুজান।

অমরনাথের পথে সর্বোচ্চ গিরি শিখর মহাগুনাস্ ··· ১৪,০০০ ফিট। [এক গুজর বালক পথভ্রষ্ট হয়ে এক বিরাট গুহার মুখ দেখতে পায়। তার ভেতর জলন্ত এক প্রভা। দুরন্ত শীতে শিলাবৃষ্টির মধ্যে অমর গঙ্গা পার হয়ে গুহায় এসে বালকটি প্রবেশ করে। বালকের সন্ধানে দলের সকলে এসে গুহামধ্যে আবিষ্কার করে দেবতাকে। তারা দেবতার পায়ে মাথা রেখে প্রতিজ্ঞা করল— 'যতদিন গুজ্জর, যতদিন এই পথ, ততদিন তোমার পূজা।' যদিও তারা ইসলাম-ধর্মান্তরিত, এখনও তারা অমরনাথের পথ পরিষ্কার করে রাখে। এবং বটকূট গ্রামবাসী এই মুসলমানেরা অমরনাথ-পূজা নৈবেদ্যের এক তৃতীয়াংশ পেয়ে থাকে।]

ওপরে যেসব গ্রন্থের কিছু কিছু অংশের উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে পারস্পরিক কিছু সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। একই স্থানে বিভিন্ন

তীর্থযাত্রী ভ্রমণকারী যাত্রা করেছেন, পরম নিষ্ঠায় ও বিস্ময়ে অবলোকন করেছেন তীর্থভূমি ও দেবতাকে ; কিন্তু তাঁদের গ্রন্থে এই যাত্রা-পথের বর্ণনা, স্থান বিশেষের উচ্চতা ও পথের দূরত্বের হেরফের ঘটেছে। কোন কোন গ্রন্থে বিশেষ বিশেষ স্থানের চমকপ্রদ বিস্তৃত বর্ণনা ও দেবতা এবং স্থানের মাহাত্ম্যের কথা অপূর্ব রচনাশৈলীতে প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রন্থগুলো পাঠকের কাছে নতুন এক আবেদন নিয়ে এসেছে। প্রতিটি ভ্রমণকারী বা তীর্থযাত্রীর দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতার জন্যে ভ্রমণ কাহিনীগুলো কখনও কখনও একই স্থানের ভ্রমণ নিয়ে লেখা হলেও নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যের স্বাদ নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। অনেক সময়, কেউ কেউ এ মত পোষণ করেন, পাহাড় থেকে ধ্বস নামার জন্যে অথবা পথ পরিবর্তনের জন্যে দূরত্ব স্বাভাবিক ভাবেই অন্য রকম হয়ে যায়। তবে একই গ্রন্থে বা একই লেখকের বিভিন্ন গ্রন্থে একই পর্বতের উচ্চতা বা দূরত্বের কথা দু' রকম লেখা থাকলে একটু অস্বস্তিতে পড়তে হয়। ধরে নেব, সেগুলো মুদ্রণ প্রমাদ! তা ছাড়া, অন্য অনেক লেখকের লেখা থেকে একটি স্থানের দূরত্ব যদি এক রকম পাওয়া যায় আর হঠাৎ একজন ভ্রমণকারী সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেন, তখন অনিবার্যভাবে একটা সংশয় মনের আনাচে কানাচে উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকে। লেখাটি যেহেতু উপন্যাস নয় বা কল্পিত কোন ঘটনার ব্যাপার নয়, তখন সঠিক দূরত্ব বা উচ্চতাই আশা করা যায়।

ভ্রমণকারীর ভ্রমণের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে ও শ্রদ্ধা পোষণ করে এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে ভ্রমণকারী সময় সময় আনুমানিক হিসেবটাই তুলে ধরেছেন। এ ও দেখি, যে কাহিনী বা তথ্য স্থান বিশেষের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত, সেই স্থানে গিয়েও কোন কোন লেখক তার উল্লেখও করেন নি। তা' অবশ্যই নির্ভর করছে ভ্রমণকারীর মানসিক গঠন ও দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর। যাত্রা-পথের নিখুঁত এবং হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা অবশ্য লেখকের লেখনী-কুশলতার ওপর সর্বাংশে নির্ভরশীল। অনেকে তাতে কৃতকার্য হয়েছেন, অনেকে ব্যর্থ হয়েছেন।

একই স্থানে ভ্রমণের কাহিনী রচনাকালে কিছু কিছু ভ্রমণকারী-গ্রন্থকারের বক্তব্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করে বেশ আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যায় ; কিন্তু কোন কোন গ্রন্থে পারস্পরিক এমন বিসদৃশ অসামঞ্জস্য চোখে পড়ে, যা' বিস্ময়কর এবং দুঃখজনক নিঃসন্দেহে। বিশেষ কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। যেমন ঃ

১। বদরীনাথ স্থানটির উচ্চতা সম্পর্কে ঃ

কেদার-বদরী গ্রন্থে জ্যোতিষচন্দ্র রায় ··· ১০,৫০০ ফিট। নীল-দুর্গম গ্রন্থে শংকু মহারাজ ··· ১০,২৫০ ফিট। পঞ্চ প্রয়াগ গ্রন্থে শংকু মহারাজ ··· ১০,২২৪ ফিট। হিমালয়ের পথে পথে গ্রন্থে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ··· ১০,১৩৯ ফিট। পথের মহাপ্রস্থান গ্রন্থে বিকর্ণ ··· ১০,২৪৪ ফিট। একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে গ্রন্থে দেবপ্রসাদ দাসগুপ্ত ··· ১০,২৮৫ ফিট।

[লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, কারুর সঙ্গে কারও এই উচ্চতা সম্পর্কে বক্তব্যের মিল নেই।]

২। বদরী বিশাল মূর্তিটির উচ্চতা সম্পর্কে ঃ

জ্যোতিষ চন্দ্র রায় (কেদার বদরী) ··· তিন ফিট উঁচু। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (হিমালয়ের পথে পথে) ··· দুই ফিট উঁচু। স্বামী দিব্যাত্মানন্দ (পুণ্যতীর্থ ভারত) ··· তিন ফিট উঁচু।

৩। কেদারপুরীর উচ্চতা সম্পর্কে ঃ

জ্যোতিষ চন্দ্র রায় (কেদার বদরী) ··· ১১,৭৫০ ফিট। শ্রীবদরী-কেদার যাত্রা পুস্তিকায় হরভজন সিং এণ্ড সন্স (হরিদ্বার) ··· ১১,৬৫৩ ফিট। বিকর্ণ (পথের মহাপ্রস্থান) ··· ১২,৭৫০ ফিট। শ্রীআশুতোষ ঘোষ (হিমালয়ের তীর্থ-পথে) ··· ১১,৭৬০ ফিট। স্বামী দিব্যাত্মানন্দ (পুণ্যতীর্থ ভারত) ··· প্রায় ১২,০০০ ফিট।

৪। অমরনাথ গুহার দৈর্ঘ প্রস্থ উচ্চতা সম্পর্কে ঃ

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ (পুণ্যতীর্থ ভারত) ঃ অমরনাথ গুহা দৈর্ঘে প্রায় ১০০ ফিট। প্রস্থে ৮০ ফিট ও উচ্চতায় ৭০ ফিট। সুবোধকুমার চক্রবর্তী (রম্যাণি বীক্ষ্য-কাশ্মীর পর্ব) ঃ গুহা প্রায় ৫০ ফিট চওড়া, ২৫ ফিট উঁচু। শ্রীআশুতোষ ঘোষ (হিমালয়ের তীর্থ পথে) অমরনাথ গুহার দৈর্ঘ প্রস্থ প্রায় ১৫০ ফিট এবং গভীরতা প্রায় ৫০ ফিট। ব্রজমাধব ভট্টাচার্য (কলূহনের দেশে) ঃ অমরনাথ

গুহার মুখ প্রায় পঞ্চাশ ফিট প্রশস্ত, গুহা প্রায় পাঁচশ' ফিট উঁচুতে, গভীরতা ২০ ফিট।

৫। হিমাচলের গদ্দী উপজাতিদের নামকরণ সম্পর্কে ঃ

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ (পুণ্যতীর্থ ভারত) ঃ হিমাচল অঞ্চলে যারা ভেড়া চরায়, তারা শুধু কৌপীন ও একটি লম্বা গরমের জামা ব্যবহার করে, কোমরে একটি একশ' বিশ হাত লম্বা ভেড়ার কালো লোমের আধ ইঞ্চি মোটা দড়ি জড়ান থাকে। একে গন্দী বলে। এর থেকেই তাদের নাম হয়েছে 'গদ্দী'।

প্রবোধ কুমার সান্যাল (উত্তর হিমালয় চরিত) ঃ হিমাচল রাজ্য এবং লাহুল স্পিতির গাদ্দী সম্প্রদায় এ অঞ্চলের জনগণের একটি বৃহৎ অংশ। কাশ্মীরের মতই গদ্দীরা প্রধানত হিন্দু এবং তাদের মধ্যে বড় একটা অংশ ব্রাহ্মণও বটে। গাদ্দী ব্রাহ্মণেরা চাষ করে, শিব ও শক্তির পূজা দেয় এবং পশু বলিদানের বিধিও পালন করে। প্রকৃত পক্ষে, লাহুল স্পিতি বা কাংড়া উপত্যকায় পশু পালক বলতে গাদ্দীকেই বুঝায়। গাদ্দীর মূল শব্দটি হল গদর (ভেড়ী) এবং তার থেকে গদরিয়া। এদেরই অপভ্রংশ 'গাদ্দী' বা 'গদ্দী'।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (মণিমহেশ) ঃ গদ্দীরা সবাই শিব ভক্ত। শক্তির কথা কোথাও নেই। মণিমহেশ শিবের রাজ্য। কারও কারও মতে, এই অঞ্চলই শিবের গদী — তাই থেকে এদেরও নামকরণ হয় গদ্দী। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে, গদ্দীদের পূর্ব পুরুষেরা ছিল শক জাতি, আর্যদের সগোত্র। পুরাকালে মধ্য এশিয়ায় এরা ছিল ভ্রাম্যমাণ যাযাবর। এদেরই একদল হিমাচলের বুশাহরে ও টেহেরীতে এখনও ঘোরে— মোষের পাল নিয়ে। এদের পরিচয় গুজর সম্প্রদায় বলে। এরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী। অন্য ,একটি শাখা চাম্বা লাহুল ইত্যাদি অঞ্চলে ভেড়া ও ছাগলের পাল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এদের নাম হয় গদ্দী। এরা গ্রহণ করে হিন্দু ধর্ম। কেউ কেউ বলেন, চাম্বার প্রথম রাজা জয়স্তম্ভ রাজপুতানা থেকে শিব বেশ (টুপি, ঢোলা আলখাল্লার মত জামা, কোমরে জড়ান লোমের দড়ি) ধারণ করে রাজ্য স্থাপন করেন। ব্রাহ্মণ রাজপুত বা ক্ষত্রিয়রাও আসেন। ক্রমে এই শিবভূমিতে— এই শিবের গদীতে এদের নামকরণ হয় গদ্দী। গদ্দীরা সকলেই শৈব। প্রধান দেবতা— শিব।

শংকু মহারাজ (উত্তরস্যাং দিশি) ঃ গদ্দীরা চাম্বা জেলার যাযাবর উপ-জাতি সমূহের অন্যতম। এদের সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। এরা বছরের ন' মাস ভেড়া নিয়ে দুর্গম গিরি-কান্তারে কাটায় আর তিন মাস বাড়ীতে থাকে। এদের বাড়ী-ঘর কিন্তু খারাপ নয়— বেশ আরামদায়ক। এদের স্বভাব ভাল, ব্যবহার ভাল। চেহারা ভাল। পোষাক ভাল। এরা বড়ই সৎ।

৬। পিষু ঘাঁটির নামকরণ সম্পর্কে ঃ

সুবোধ কুমার চক্রবর্তী (রম্যাণি বীক্ষ্য— কাশ্মীর পর্ব) ঃ কাশ্মীরী ভাষায় পিসর কথার মানে পিছল। এই পথ অত্যন্ত পিছল বলেই চড়াইয়ের নাম পিষু ঘাঁটি।

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য (কলৃহনের দেশে) ঃ ঘাঁটি মানে চড়াই। এখানে নাম পিস্‌সু, জুই, মছর ইত্যাদি কীটের নামের সঙ্গে জড়িত। পিস্‌সু উকুন জাতীয় পাহাড়ী পোকা।

৭। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখের দূরত্ব সম্পর্কে ঃ

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় (যমুনোত্তরী হতে গঙ্গোত্তরী ও গোমুখ) ঃ ১৮ মাইল।

ভোলা চট্টোপাধ্যায় (গঙ্গা নদীর উৎসে) ঃ ১৬ মাইল। শংকু মহারাজ (বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা) ঃ ১৮ মাইল। প্রবোধ কুমার সান্যাল (গঙ্গা পথে গঙ্গোত্রী) ঃ ১৩ মাইল।

৮। বানিহাল টানেলের দৈর্ঘ সম্পর্কে ঃ

সুবোধ কুমার চক্রবর্তী (রম্যাণি বীক্ষ্য— কাশ্মীর) ঃ দেড় মাইল লম্বা।
শ্রীআশুতোষ ঘোষ (হিমালয়ের তীর্থপথে) ঃ তিন মাইল লম্বা।

বিশেষ অসামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য বা বিবরণই ওপরের উদাহরণগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে। নানাবিধ কারণে বক্তব্যের সামান্য হের ফের ঘটতে পারে; অনেক সময় তা নির্দ্বিধায় মেনেও নেওয়া যায়। কিন্তু উপরোক্ত অসামঞ্জস্যগুলো নিশ্চিতই পীড়াদায়ক এবং অনিবার্যভাবে পাঠককে একটা সংশয়ের জালে জড়িয়ে ধরে।

এ কথা অনেক ভ্রমণকারী লেখকই বলবেন যে, গজ ফিতে দিয়ে তো আর বিশেষ পাহাড় বা পথটিকে মাপা হয় নি ; তাই উচ্চতা ও দূরত্বের নিখুঁত আঙ্কিক হিসেব দেওয়া সম্ভবপর নয় ! সবটাই ভ্রমণকারীগণের অনুমান ; অথবা, যে-সূত্র থেকে তাঁরা তথ্যাদি আহরণ করেছেন, সেটা খুব বিশ্বাসযোগ্য নয় ; এ কথা বলতে হয়। তা' না হলে এক একজনের বিবৃতিতে এমন অসামঞ্জস্য দেখা যায় কেন ! হিমালয়ের বিভিন্ন পথের দূরত্বের অবশ্য নানা কারণে মাঝে মাঝেই হের ফের ঘটে ; সেদিক থেকে তেমন করে বলার কিছু থাকে না। তবে পূর্বোল্লিখিত কিছু কিছু তথ্যগত ভুলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেই স্বীকার করতে হবে যে এমন হওয়া কোন অবস্থাতেই বাঞ্ছনীয় নয়। তবে কিছু কিছু গ্রন্থে এমন সব উপলব্ধি, বর্ণনা বা বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়, যা' অতুলনীয়, একক এবং হৃদয়গ্রাহী। তখন ভ্রমণকারী-লেখকের উপলব্ধির চমৎকারিত্ব, বক্তব্যের রসগ্রাহী উপস্থাপনা এবং অধ্যবসায়কে অভিনন্দম জানাতে হৃদয় আকুল ও অস্থির হয়ে ওঠে।